চবিতে শিক্ষক ও ছাত্রদের দলবদলের পালা শুরু

চবি সংবাদদাতা ॥ সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের দলবদলের তৎপরতা চলছে। বর্তমান উপাচার্যের নেতৃত্বে শিক্ষকদের একটি অংশ আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপির সাদা দলে যোগ দেয়ার চেষ্টা করছেন বলে ব্যাপক জল্পনা চলছে। এ ছাড়া গত ৫ বছর ছাত্রলীগের সুবিধাভোগী ও আশ্রিত ছাত্রদের একটি অংশও ছাত্রদলে যোগ দিচ্ছে বলে জানা গেছে। এ নিয়ে বিএনপির পরীক্ষিত শিক্ষক ও ছাত্রদলের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক শিক্ষক নেতা জানাচ্ছেন, ফায়দা লোটার ধান্দায় অনেক সুবিধাবাদি শিক্ষক যেমন রাতারাতি ডোল পাল্টে সাদা দলে ভিড়ছেন, তেমনি শিবির ক্যাডারদের রোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও অনেক অস্ত্রবাজ ছাত্রদলের পিছনে লাইন দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, ব্যবসায়ী নেতা আবদুল আউয়াল মিন্টুর প্রবল চাপের মুখে আওয়ামী লীগ সরকার শেষ মুহূর্তে চবিতে পুনর্নিয়োগপ্রাপ্ত বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক ফজলী হোসেনকে উপাচার্য নিয়োগ করে গত ফেব্রুয়ারি মাসে। ইতোমধ্যে আবদুল আউয়াল মিন্টু বিএনপিতে যোগ দেন। ফলে বিএনপির ব্যাপক বিজয়ের সাথে সাথেই চবি উপাচার্যের অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জানা গেছে, প্রফেসর ফজলী হোসেন ১৯৭৫ সালে বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন সোৎসাহে। আশির দশকে যোগ দেন বিএনপির সাদা দলে। সেখানে বনিবনা না হওয়ায় পুনরায় ফিরে যান আওয়ামী লীগের গোলাপী দলে। উপাচার্য হওয়ার আগে তিনি বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতা ছিলেন। সূত্র জানায়, উপাচার্য হিসাবে তাঁর ৭ মাসের কার্যক্রম বহু বিতর্ক ও অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। তবুও বিএনপির সম্ভাব্য উপাচার্য প্রার্থীদের ঠেকিয়ে পদ রক্ষার্থে প্রফেসর ফজলী হোসেন তাঁর অনুগতদের নিয়ে বিএনপির আশীর্বাদ লাভের জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে ব্যাপক আলোচনা চলছে।

ভিসিসহ অনেক শিক্ষকই সাদা দলে যোগ দিচ্ছেন!

এদিকে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতির চেহারাও পাল্টে যাচ্ছে। প্রায় ৩ বছর পর শিবির তাদের হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছে। একই সাথে শিবির ছাত্রলীগ সমর্থকদের শায়েস্তা করারও পরিকল্পনা নিয়েছে। ফলে গত ৫ বছর যাবত ছাত্রলীগের হয়ে যারা কাজ করেছে তাদের অনেকেই এখন ছাত্রদলে যোগ দেয়ার চেষ্টায় আছে। শিবিরের কয়েকজন নেতা জানায়, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার পর ছাত্রদলের মাঠ পর্যায়ের অনেকেই ছাত্রলীগে যোগ দিয়েছিল। এখন ঘটছে তার উল্টো। শিবির নেতারা জানায়, সন্ত্রাসীরা যে দলেই যাক, তাদের রেহাই দেয়া হবে না। ছাত্রদলের একটি সূত্র জানায়, চবিতে গত ৬ বছর যাবত ছাত্রদলের অস্তিত্বের লড়াই চলছে। এ জন্য ছাত্রশিবিরও অনেকটা দায়ী। বর্তমানে বিএনপির যে গণজোয়ার, এই সুযোগে ছাত্রদলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। সে জন্য সাহসী নেতৃত্ব জরুরী হয়ে পড়েছে। মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানে জানা গেছে, ছাত্রলীগে আকস্মিক নিষ্ক্রিয়তার প্রভাবে তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেকে শিক্ষা জীবন শেষ করার স্বার্থে ক্যাম্পাসে অস্তিত্বের প্রয়োজনে ছাত্রদলে যোগ দেয়ার পথে রয়েছে। ইতোমধ্যে ক্যাম্পাসে অবস্থানরতদের কেউ কেউ ছাত্রদলের ক্যাম্পাস গ্রুপে যোগ দিয়েছে।

বিএনপির পরীক্ষিত শিক্ষক ও ছাত্রদলের নেতাদের অধিকাংশ এই মুহূর্তে ভিন্ন দল থেকে যোগদানকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাদের মতে, গত ৫ বছর যাবত যারা আন্দোলন সংগ্রামে ছিল, তাদের চাওয়া-পাওয়ার অনেক কিছুই আছে। সেখানে ভাগ বসাতে বহিরাগতরা মরিয়া হয়েছে।